প্রথম আলো

তারিখ ... 24.OCT.2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষকদের অবসরসুবিধা

কোনো অজুহাতেই বিলম্ব মেনে নেওয়া যায় না

বেসরকারি শিক্ষকেরা অবসর ভাতা পান না বলে তাঁদের জন্য অবসরসুবিধা চালু করা হয়েছিল ২০০৫ সালে। এর জন্য শিক্ষক সংগঠনগুলোকে দীর্ঘদিন আন্দোলন করতে হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বয়স ৬০ বছর হলে কিংবা চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হলে শিক্ষকেরা অবসরসুবিধা পাবেন। এই সুবিধার পুরোটাই যে সরকার দেয়, তা-ও নয়। চাকরিকালে শিক্ষকদের মূল বেতন থেকে ৪ শতাংশ হারে কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু সেই অবসরসুবিধা নিতে যদি তাঁদের এভাবে হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তার চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে?

গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষকদের ৪৭ হাজার আবেদন পড়ে আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছেন। কক্সবাজারের সুরাতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আহমেদুর রহমান ২০১১ সালের মে মাসে অবসরে গেলেও অদ্যাবধি অবসরসুবিধা পাননি। এ রকম পরিস্থিতির শিকার তিনি একা নন, আরও অনেকে।

শিক্ষকদের অবসরসুবিধা দিতে এই বিলম্ব কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যে শিক্ষকেরা সারা জীবন জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের প্রতি শিক্ষা প্রশাসনের এই আচরণ অমার্জনীয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তহবিলসংকটের সঙ্গে যোগ হয়েছে অবসরসুবিধা বোর্ডের সদস্যসচিব না থাকা। সাড়ে চার মাস ধরে এই পদটি খালি আছে। শিক্ষামন্ত্রী শিগগিরই পদটি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন, এত দিন পূরণ হলো না কেন? সব সময়ই সরকার-সমর্থক সংগঠন থেকে সদস্যসচিব নেওয়ারই বা কী প্রয়োজন? এটি একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব।

অতএব, অবসর বোর্ডে একজন সদস্যসচিব নিয়োগের পাশাপাশি অর্থের জোগানটিও নিশ্চিত করতে হবে। অন্তত তিন-চার বছর ধরে যাঁরা অপেক্ষা করছেন, তাঁদের অবসরসুবিধা অবিলম্বে পরিশোধ করুন।